30

তারিখ 13 AUG 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

আজকের কাগজ

সংসদে শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সমাপ্তি

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব

কাগজ প্রতিবেদক : গতকাল সোমাবার সংসদের সকালের অধিবেশনে শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সাংসদরা ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে বলেছেন যে, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব।

ডেপুটি স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীর সভাপতিত্বে শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি সম্পর্কে দু'দিনব্যাপী আলোচনা গতকাল শেষ হয়েছে।

আলোচনার শুরুতে আওয়ামী লীগের রহমত আলী বলেন, "সরকার আন্তরিক হলে সন্ত্রাস বন্ধ করা কোনো কঠিন কাজ নয়। কারণ আমাদের ছাত্ররা সন্ত্রাসকারী নয়। তাই সন্ত্রাসকারীদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।'' তিনি বলেন যে, পুলিশ প্রশাসনকে প্রভাবিত করে মামলা দায়ের করলে সন্ত্রাস বন্ধ হবে না বরং জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব।

বিএনপি'র খুরশিদ জাহান হক (চকলেট আপা) বলেন যে, স্বৈরাচারের পতন হলেও এতো তাড়াতাড়ি স্বৈরাচারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, নীরু-অভিদের কারা সন্ত্রাসের পথে নিয়েছে তা কারো অজানা নয়।

জামাতের শেখ আনসার আলী বলেন যে, শিক্ষাঙ্গন ও পাটকলগুলোতে সন্ত্রাসের পেছনে একটি ষড়যন্ত্র আছে।

গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, "আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রাজনীতি সন্ত্রাসকারীদের নিয়ন্ত্রণ করবে না সন্ত্রাসকারীরা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে।" তিনি আরো বলেন যে, শিক্ষাঙ্গনকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ভাবা উচিত নয়। সামাজিক নৈরাজ্য শিক্ষাঙ্গনেও দেখা দিয়েছে।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সন্ত্রাস দমনে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন যে, ছাত্র শিবিরের হিংস্র সন্ত্রাস থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে।

বিএনপি'র সেলিনা রহমান বলেন, রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণতার কারণ নিজেদের স্বার্থে ছাত্র সমাজকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাতীয় পার্টির মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, সন্ত্রাস দমনে সবার আলোচনার প্রয়োজন নেই। সংসদ নেত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী ও মওলানা মতিউর রহমান নিজামী একসঙ্গে বসলেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি ডঃ কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট সংস্কার করে বাস্তবায়ন করার আহবান জানান।

আওয়ামী লীগের ডঃ মিজানুল হক বলেন, "৬২ সাল থেকে সরকারি মদদপুষ্ট বাহিনীর কারণে সন্ত্রাস হয়েছে। '৭১ সালের রাজাকার-আলবদর বাহিনী এদেশে সন্ত্রাসের রাজনীতি কায়েম করেছে। রাজাকার আল বদররা এখন ভদ্রলোক সেজে বলছেন আমরা সন্ত্রাস করি না। তাদের চিহ্নিত করতে হবে।" তিনি আরো বলে যে, এদেশের ছাত্র শিক্ষকরা কখনো সন্ত্রাস করেনি। যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে জিম্মি করে রেখেছে তিনি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন।

বিএনপি'র ফজলুর রহমান পটল বলেন, "যারা ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে '৭১ সালে নরহত্যা করেছিলো ও মা বোনদের ইজ্জত লুটেছিলো পরে তাদেরকে কেন ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিলো তা আমরা জানতে চাই।" তিনি বলেন যে, ১৯৭৩ সালে ডাকসুর ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের মাধ্যমে এদেশে সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু হয় এবং বিগত স্বৈরাচারী শাসনের সময় ছাত্রসমাজের চরিত্র হননের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তিনি বলেন যে, বিএনপি ছাত্রদলের কোনো সন্ত্রাসকারীকে আশ্রয় দেবে না। তারা যেনো কোনো নেতার গাড়িতে বা বাড়িতে আশ্রয় না পায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বতন্ত্র সদস্য নূরুল ইসলাম মনি বলেন, ছাত্রসমাজের ভাবমূর্তি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস দমনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামাতের বৈঠকের প্রয়োজন। এ বিষয়ে সবার আলোচনার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ ছাত্রসমাজের ভবিষ্যত নিয়ে সকলের আলোচনা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সিপিবির শামসুদ্দোহা বলেন, "ছাত্রসমাজ আমাদের গৌরব। অতীত ইতিহাস তাই প্রমাণ করে। গত কয়েক মাসে ৭টি রাজনৈতিক সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ১০ জন নিহত ও ১ হাজার জন আহত হয়েছে।" তিনি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের জন্যে কয়েকটি প্রস্তাব দেন।

বিএনপি'র আলমগীর কবির বলেন, সকল সন্ত্রাসকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে।

আওয়ামী লীগের শামসুল হক বলেন, সরকারি দল চাইলেই এদেশে সকল সন্ত্রাস দমন করতে পারে। সরকার সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হলে তাদের ক্ষমতা ত্যাগ করা উচিত। তিনি বলেন, যারা সন্ত্রাস দমন করতে পারবে তারাই ক্ষমতা নেবে।

আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ বলেন, যতোদিন অছাত্ররা নেতৃত্বে থাকবে ততোদিন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস হবে। তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পর ধারণা হয়েছিলো যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু পরিস্থিতি এখনো অপরিবর্তিত । তিনি বলেন, "একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী পাসের পর আমাদের আনন্দের কারণ নেই। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না যদি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হয় এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ না হয়।" তিনি জানান যে, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে মহসীন হলের ৭ জনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিচার আওয়ামী লীগ করেছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতার কারণে পুলিশ শিক্ষাঙ্গনের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

তোফায়েল আহমদ আরো বলেন, "শিক্ষামন্ত্রীকে বলছি আপনার মন্ত্রণালয় দুর্নীতি ও অব্যবস্থায় জর্জরিত। আসুন, বসুন, আলোচনা করে সন্ত্রাস চিরতরে দমন করি। সকল সন্ত্রাস দমনে আমরা আরেকটি ইতিহাস সৃষ্টি করি।"

জাসদের শাজাহান সিরাজ বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের জন্যে ছাত্ররা দায়ী নয় শিক্ষকরাও দায়ী নয়। এর জন্যে দায়ী আমরা।"

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকল সাংসদই ঐক্যবদ্ধভাবে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস দমনের [illegible] দেন। তারা সন্ত্রাস [illegible] ঐক্যবদ্ধ[illegible] [illegible]জানান।